



274213 - ফজররে আযানরে সময় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে হওয়ায় আযানরে পরেও খাওয়া-দাওয়া করা

প্রশ্ন

মশিরে ফজররে নামাযরে সময় নির্ধারণ নিয়ে মতভেদে আছে। গতকাল আমার মা ফজররে আযান শুনার সময় তীব্র পিপাসা অনুভব করছিলেন। তিনি আমার ভাইকে জিজ্ঞেসে করলেন। আমার ভাই মশিরে একজন বড় সালাফি শাইখরে তাকলদি করে বললেন যে, পান করুন। সবে শাইখ বললেন যে, নামাযরে ওয়াক্ত নির্ধারণে ভুল আছে। তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা আযানরে ১০ মিনিট পরেও খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমার ভাই অনেকেবার এটা করেছেন; কিন্তু তার সংখ্যা মনে নেই। এখন আমার মা ও ভাইকে কী করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযার ক্ষেত্রে ফরয হল ফজর উদতি হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় রোযাভঙ্গকারী যাবতীয় বিষয় থেকে বরিত থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসুতা (রাতরে কালো রাখো) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রাখো) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতীত না হয়।"[সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

সুতরাং ধর্তব্য হচ্ছে- ফজর উদতি হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি ফজর উদতি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতি হয়নি সে ব্যক্তি নিশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত খতে পারে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি জানে যে, মুয়াজ্জনি ওয়াক্ত হওয়ার আগই আযান দিয়ে কথিবা সন্দেহে করে যে, মুয়াজ্জনি কী ঠিকি সময়ে আযান দিয়েছে নাকি সময়ে আগে; সক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি নিশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত খতে পারে। তবে, উত্তম হচ্ছে সতর্কতাস্বরূপ আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার থেকে বরিত থাকা শুরু করা।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে একটা প্রশ্ন করা হয়, সে প্রশ্নটির ভাষ্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও পানাহার করাই যাচ্ছে তার রোযার শরয়ি হুকুম কি?

জবাবে তিনি বলেন: ঈমানদাররে উপর ফরয হচ্ছে- তার কাছে ফজর উদতি হওয়া নিশ্চিতি হলে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বরিত হওয়া; যদি রোযাটা রমযানরে ফরয রোযা হয়, মানতরে রোযা হয়, কাফফারার রোযা হয়। যাহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসুতা (রাতরে কালো রাখো) হতে উষার



সাদা সুতা (সাদা রংখো) স্পষ্টরূপে তোমাদের নকিট প্রতীভিত না হয়।"[সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

যখন কটে আযান শুনতে পায় এবং সে জানে যে, ফজরের সময় হলই আযান দয়া হয় সক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থেকে বরিত হওয়া ফরয।

আর যদি মুয়াজ্জনি ফজর হওয়ার পূর্বই আযান দয়ে সক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থেকে বরিত হওয়া ফরয নয়। বরং ফজর উদতি হওয়া নশ্চিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা তার জন্য জায়যে।

আর যদি মুয়াজ্জনি অবস্থা না জানে যে, সে কি ফজর হওয়ার আগে আযান দয়ে; নাকি ফজর হওয়ার পরে আযান দয়ে তাহলে উত্তম হচ্ছে ও সতর্কতা হচ্ছে- আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বরিত হওয়া।

আর যদি আযান চলাকালণে সে কোন কিছু পানাহার করে তাতেও কোন অসুবিধা নাই। কারণ ফজর উদতি হওয়ার ব্যাপারে সে নশ্চিত হয়নি।

এ কথা সুবদিতি যে, যে ব্যক্তি শহরে ভেতরে বসবাস করে যখনে বদ্যুতকি বাত রয়ছে সেখনে নজি চোখে দেখে ফজর উদতি হওয়া অবহতি হওয়া সম্ভবপর নয়। কনিত্তু, তার উচতি আমলেরে ক্ষত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা; আযানের মাধ্যমে ও ক্যালনেডারেরে মাধ্যমে; যে সব ক্যালনেডারে ঘণ্টা ও মনিটরে মাধ্যমে ফজর উদতি হওয়ার সময় নর্ধারণ করা থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে এ বাণীর উপর আমল করে: “যাতে তোমার সন্দহে নাই সটো গ্রহণ করে যাতে তোমার সন্দহে আছে সটো বর্জন কর।” এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি সংশয়মূলক বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকে সে ব্যক্তি তার দ্বীনদারি ও সম্ভ্রম রক্ষা করে।” আল্লাহই উত্তম তাওফিকিদাতা। [‘ফাতাওয়া রমাদান’ থেকে সংকলতি; সংকলক: আশরাফ আব্দুল মাকছুদ, পৃষ্ঠা-২০১]

এ আলোচনার আলোকে বলব: আপনার মা ও ভাই যদি তাদের কাছে নর্ধারণযোগ্য আলমেরে তাকলদি করে থাকেন, যনি বলেন যে, সুবহে সাদকে এর আগই আযান দয়া হয় এবং এ অভমিতরে ভিত্তিতে তারা পানাহার করেন তাহলে তাদের ইতপূর্বে পালনকৃত রোযাতে কোন সমস্যা নাই। তার রোযা সহি।

তবে, ভব্ষিততে আযানের সাথে সাথে বরিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা ক্যালনেডারে ভুল আছে বললে অনেকে কথা উঠবে।

বশিষেত: ভুলেরে পরমাণ নর্ধারণেরে ক্ষত্রে। তাই রোযার ক্ষত্রে সতর্কতা হচ্ছে- আযানের সাথে পানাহার বর্জন করা।

আর নামায়েরে ক্ষত্রে সতর্কতা হচ্ছে- বশি মনিটি বা তারও বশে সময় পর নামায় আদায় করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।